পরীক্ষা

এইচএসসির ফল পুনর্নিরীক্ষার আবেদন শেষ আজই, আবেদন যেভাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

ফাইল ছবি

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন চলছে। আজ বুধবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। প্রতিটি বিষয়ে ফল পুনর্নিরীক্ষার জন্য আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ টাকা। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে এইচএসসির ফল পুনর্নিরীক্ষার আবেদনের কথা জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শুধু টেলিটকের প্রিপেইড মুঠোফোন থেকেই ফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করা যাবে। পুনর্নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে একই এসএমএসের মাধ্যমে একাধিক বিষয়ের জন্য আবেদন করা যাবে। সে ক্ষেত্রে কমা দিয়ে বিষয়ের প্রথম পত্রের কোডগুলো আলাদা করে লিখতে হবে।

বিজ্ঞাপন

By using this site, you agree to our Privacy Policy. OK

পুনর্নিরীক্ষার আবেদন যেভাবে

শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শুধু টেলিটকের প্রিপেইড মুঠোফোন থেকেই ফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করা যাবে। প্রথমে মুঠোফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে RSC লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিনটি অক্ষর লিখতে হবে (ঢাকা বোর্ডের ক্ষেত্রে Dha এবং বরিশাল বোর্ডের ক্ষেত্রে Bar)। এরপর স্পেস দিয়ে রোল লিখে আবার স্পেস দিয়ে বিষয় কোড লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস করতে হবে। (উদাহারণ : RSC DHA 123456 174 লিখে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে।) একাধিক বিষয়ের উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণে কমা দিয়ে সাবজেক্ট কোড এসএমএস করতে হবে। যেমন 174, 175, 176 ইত্যাদি।

মেসেজ সেন্ড হলে টেলিটক থেকে পিন নম্বরসহ কত টাকা নেওয়া হবে, তা জানিয়ে একটি এসএমএস আসবে। পিন নম্বরটি সংগ্রহ করতে হবে। এরপর এতে সম্মত হলে আবারও মেসেজ অপশনে RSC লিখে স্পেস দিয়ে YES লিখে স্পেস দিয়ে 'পিন নম্বর' লিখে স্পেস দিয়ে নিজস্ব মুঠোফোন নম্বর (যেকোনো অপারেটর) লিখে ১৬২২২ নম্বরে সেন্ড করতে হবে। (উদাহারণ : RSC<>YES<>PIN- NUMBER<>MobileNumber লিখে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে।)

আবেদন ফি

প্রতিটি বিষয়ে পুনর্নিরীক্ষণের আবেদনের জন্য ফি ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিপত্রবিশিষ্ট বিষয়ে শুধু প্রথম পত্রের আবেদন করতে হবে। প্রথম পত্রের আবেদন করলে দ্বিতীয় পত্রের আবেদনও বিবেচিত হবে। দুই পত্রের জন্য ৩০০ টাকা ফি প্রযোজ্য হবে। পরীক্ষার ফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য ম্যানুয়াল কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

২০২২ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল গত বুধবার প্রকাশিত হয়েছে। এবার ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড মিলিয়ে ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন প্রায় ১২ লাখ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১০ লাখ ১১ হাজার ৯৮৭ জন। পাসের হার ৮৫ দশমিক ৯৫।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২৩ প্রথম আলো

By using this site, you agree to our Privacy Policy.